ধারাবাহিক আষাঢ়ে গপ্পো

আড্ডা ....

নজমুস সাকিব

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ রেজিস্ট্র্যাশন - আমরা কি করতে পারি

আজ শুক্রবার। ঘুম ভাঙলেও মামুনের বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। বাইরে থেকে বৃষ্টির শব্দ কানে এল। ঘড়ির দিকে তাকালো মামুন - ভোর সাতটা। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল আজ অফিস কামাই করবে। এমন দিনে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে ধূমায়িত চা, -তার সাথে কবিতার বই, এই ত' চাই।। ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ল - "গর দস্ত দহদ জ্ মগজে গন্দুমে নানী ......", আড়মোড়া ভেংগে কবি নজরুলের করা খৈয়ামের কবিতার চমৎকার অনুবাদটি জোরে জোরে আওড়ালো মামুন -

"এক সোরাহি সুরা দিও (মনে মনে বলল - এক পেয়ালা চা হলেও চলবে), একটু রুটির ছিলকে আর
প্রিয়া সাকী, তাহার সাথে একখানি বই কবিতার,
জীর্ণ আমার জীবন জুড়ে রইবে প্রিয়া আমার সাথ,
এই যদি পাই চাইব নাকো তখন আমি শাহানশার"

কনুইর উপর ভর দিয়ে শরীরটাকে টেনে নিয়ে মামুন জানালার ব-াইন্ডটা তুলে দিল। বাইরেটা কেমন পাংশু হয়ে আছে; বৃষ্টি পড়ছে বেশ স্পিডেই, কিন্তু গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। এদেশের বৃষ্টিতে মামুন যৌবনের কোন ছাপ পায় না; এ যেন গতযৌবনা রমণী - উচ্ছ্বাসবিহীন, ম্রিয়মান, কিন্তু বিরামহীনভাবে ঘ্যানর ঘ্যানর করে চলেছে। তার সাথে কোথায় তুলনা বাংলাদেশের নবযৌবনা বর্ষার - চারদিক অন্ধকার করে ঈশানকোণ থেকে ধেয়ে আসে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, ঘন ঘন বিদ্যুতচমকের সাথে গগনবিদারী বুক কাঁপানো তর্জন গর্জন, সাথে দমকা হাওয়ায় বনবীথিকাকে কাঁপিয়ে কড়াৎ কড়াৎ করে গাছের ডালপালা ভেংগে ঘনগৌরবে আসে যৌবনউন্মাদ বরষা, ভাসিয়ে দিয়ে যায় মাটির পৃথিবীকে অকৃপণ হাতে। অফিস কামাই না করে তখন কি আর উপায় থাকে।

মামুনের নস্ট্যালজিক চিন্তাভাবনায় ছেদ পড়ল - টেলিফোনের বেসুরো ঘ্যানঘ্যানানিতে। এত ভোরে কে ফোন করল - দেশ থেকে কোন খারাপ খবর নয় ত'। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল মামুনের চোখেমুখে। দেশে মা-র শরীরটা ভালো নেই গত কয়দিন যাবৎ। ভয়ে ভয়ে মামুন ফোনটা তুলল - ওপারের কণ্ঠস্বর শুনে দুশ্চিন্তার রেখা উবে গিয়ে মামুনের মুখে ফুটে উঠল হাসি। ইথার তরংগে ভেসে এল নীরার অপরাধী গলা - "স্যরি, তোমাকে এত ভোরে বিরক্ত করার জন্য, ভাবলাম অফিস যাবার আগেই তোমাকে ধরি। দেখেছো নাকি আমেরিকা যে বাংলাদেশীদের ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় ফেলে রেজিস্ট্র্যাশন করতে বলেছে! নিউ ইয়র্কে আমার ছোট ভাইটাকে কি উপদেশ দেই বল ত'। ওকে কি দেশে ফিরে যেতে হবে?" নীরার গলায় স্পষ্ট উৎকণ্ঠা। মামুন মনে মনে ভাবল এমন বরিষণমুখরিত শ্রাবণদিনে কাঁহাতক ভালো লাগে দুনিয়াদারির কথা বলতে, কিন্তু নীরার আশু প্রয়োজনটাও সে বুঝতে পারছে। আদরের ভাইএর অমংগলচিন্তায় ব্যস্ত বোনকে এখন ত' আর শোনানো যাবে না কবিগুরুর কবিতা - "এমনি দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়"।

মামুন হেসে বলল -"মোটেই বিরক্ত হই নি নীরা। আজ অফিস কামাই করছি, অতএব তোমার ফোনটা এসে ভালোই হয়েছে। কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। তবে একটু ধর, এক কাপ চা বানিয়ে নিই।"

এই বলে মামুন কিচেনের দিকে যেতে যেতে বলল - "খবরটা আমি দেখেছি ও বেশ চিন্তাভাবনা করেছি এ নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ নিবন্ধীকরণ প্রোগ্রামের আওতায় বাংলাদেশের মত একটি রফতানীনির্ভর ও বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর দেশের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত দুঃখজনক। বাংলাদেশীরা কখনও বিদেশের মাটিতে রাজনৈতিক সন্ত্রাস করেছেন কিংবা করার পরিকল্পনা করেছেন এমনটা শুনিনি। তবুও বাংলাদেশ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে তালিকাবদ্ধ হয়েছে। কেন এবং কিভাবে আমরা সেই তালিকায় ঢুকে গেলাম সেটা স্পষ্ট নয়, এবং কখনো স্পষ্ট হবে কি না সেটা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। ২১শে জানুয়ারী কংগ্রেসন্যাল বাংলাদেশ ককাসের (সহজ বাংলায়, বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল কংগ্রেসম্যানদের দল) চেয়ারম্যান জোসেফ ক্রাউলী একটি চিঠি পাঠাচ্ছেন এটর্নী জেনারেলের কাছে - বাংলাদেশকে কিসের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করা হল সেটা জানতে চেয়ে। এই অস্বচ্ছতার আড়ালে বাংলাদেশের দুই প্রধান দল রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের উদ্দেশ্যে এহেন অপমানজনক তালিকাভুক্তির জন্য এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।"

নীরা বলল - "কার দোষে এমনটি ঘটেছে তার চুলচেরা বিচার বিশে-ষণ করে কি লাভ। বরঞ্চ আমরা কিভাবে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি ও দেশের অর্থনৈতিক লোকসান কমাতে পারি তার একটা আলোচনার সূচনা করে সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দায়দায়িত্বের বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো দরকার।"

মামুন গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল - "সন্ত্রাসের মদদদাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এই তালিকাভুক্তির অর্থনৈতিক কুফল আসবে পর্যায়ক্রমিকভাবে, তবে এর মাত্রা ও ব্যাপকতা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হবে আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাস ও ইসলামী মৌলবাদের নিরিখে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ কি ভাবছে তার সাথে। ফলে এই ব্যাপারটিকে একটি তাৎক্ষণিক বিপর্যয় হিসেবে ধরে নিয়ে হার জিত কিংবা বিরুদ্ধ দলকে দোষারোপের খেলায় নামলে ভুল হবে।

প্রথম আঘাতটি আসবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী, যারা আমেরিকার নাগরিক বা ইমিগ্র্যান্ট নন, তাদের উপর। তোমার ভাই বা তাদের মত অনেকেই হয়রানির স্বীকার হবেন, অবস্থাভেদে কেউ কেউ আটক হবেন, আবার কেউবা ডিপোর্টেশনের (বিতাড়ন) শিকার হবেন। যারা এই রেজিস্ট্র্যাশনের আদেশ অমান্য করবেন বা মেয়াদউত্তীর্ণ ভিসা নিয়ে থাকবেন, তাদের নাম ন্যাশন্যাল ক্রাইম ইনফরমেশন সেন্টারের ডাটাবেজে জমা থাকবে, ফলে ট্রাফিক আইন অমান্য করলেও তারা ধরা পড়ে যাবেন, কেননা পুলিশ সর্বাগ্রে এই ডাটাবেজ চেক করে। অতএব তোমার ভাইকে বলো চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে।" মামুন এই বলে থামলো।

নীরা বললো - "তা'হলে তোমার কি মনে হয় না আমাদেরও উচিত পর্যায়ক্রমিক স্ট্র্যাটেজি নেওয়া, যেমনঃ প্রথমে, তালিকাভুক্তির আদেশ প্রত্যাহারের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীরা ও বাংলাদেশ সরকার যে লবিয়িং শুরু করছেন সেটা অব্যাহত রাখা ও আরো জোরালো করা জরুরী ভিত্তিতে; কেননা যত সময় পার হবে তত ক্ষীণ হতে থাকবে আদেশ প্রত্যাহারের সম্ভাবনা। এবং পরবর্তীতে, আদেশ প্রত্যাহার না হলে, হয়রানি ও ডিপোর্টেশন (বিতাড়ন) কমানোর জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া। " নীরা থামল মামুনের মতামত শোনার জন্য।

মামুন কিচেন থেকে চায়ের কাপ নিয়ে ফ্যামিলি রুমের দিকে যেতে যেতে বলল -"কংগ্রেসন্যাল বাংলাদেশ ককাসের সদস্যসংখ্যা মাত্র বিশের ঘরে, তাই আরো স্হানীয় কংগ্রেসম্যানের সমর্থন না পেলে এটর্নি জেনারেলের কাছে কংগ্রেসম্যান ক্রাউলির আবেদন (তথ্যভিত্তিক যুক্তি না থাকলে বাংলাদেশের নাম তালিকা থেকে প্রত্যাহার) জোরালো হবে না। তাই প্রত্যেক

বাংলাদেশী আমেরিকান নাগরিক ও ইমিগ্র্যান্টদের উচিত নিজ নিজ কংগ্রেসম্যানের অফিসে ফ্যাক্স করে অবিলম্বে চিঠি পাঠানো কংগ্রেসম্যান ক্রাউলিকে সমর্থন জানানোর জন্য। মনে রেখো স্থানীয় কংগ্রেসম্যানকে চিঠি লিখার জন্য নাগরিক হবার প্রয়োজন নেই। এই ওয়েবসাইটে (http://www.house.gov/writerep/ বা http://congress.org/) গিয়ে নিজেদের জিপ কোড দিলেই পাবে স্থানীয় কংগ্রেসম্যানের ঠিকানা ও ফ্যাক্স নাম্বার। তুমি জান কিনা জানিনা যে গত ডিসেম্বরে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় সৌদী আরব ও পাকিস্তানের সাথে আর্মেনিয়ার নাম ঘোষণা দেয়ার দু'দিনের মাথায় তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয় - জোরালো লবিয়িং এর কারণে। পাকিস্তানও প্রতিবাদ এবং লবিয়িং করেছিল তালিকা থেকে নাম প্রত্যাহারের জন্য, কিন্তু সফলকাম হয়নি। জনশ্রুতি আছে যে আর্মেনিয়ার নাম প্রত্যাহারের ব্যাপারে অন্য কোন লবি আপত্তি তুলে নি, পাকিস্তানের ব্যাপারে তুলেছে। অতএব এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশ কেবল একা লবিয়িং করলে চলবে না, অন্য দেশের বা লবির সমর্থন বা অনাপত্তিও গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য প্রয়োজন রয়েছে বাংলাদেশ সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা। সরকারের উচিত হবে ভারত, ইসরাইল, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এরকমের শক্তিশালী লবির সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করে অনাপত্তি আদায় করা। এখানে বিরোধী দলীয় নেত্রীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কি পারবেন রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের রাস্তা থেকে সরে এসে জনগণের পাশে দাঁড়াতে। বক্তৃতা বিবৃতি না দিয়ে ছুটে যেতে পরিচিত কংগ্রেসম্যানদের কাছে নিজের দেশকে সাহায্য করার মানসে! তিনি কি পারবেন তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ব্যবহার করে আদায় করতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন তথা ভারতীয় লবির সমর্থন। অবশ্য বিরোধী দলীয় নেত্রী যদি সত্যিই মনে করেন বাংলাদেশে তালিবান আছে, তাহলে তার উচিত হবে সকল তথ্যপ্রমাণ জনসমক্ষে ফাঁস করে দেয়া যাতে বাংলাদেশের মানুষ তার হাতে ক্ষমতা না দিয়েও মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনসম্মত ব্যবস্থা নিতে পারে। কেননা এই তালিকাভুক্তির অর্থনৈতিক ক্ষতির চেয়ে হাজারো গুণ বেশী অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকার হবে বাংলাদেশ, তালিবান বা মৌলবাদীদের ক্ষমতায়নে, - যেমনটা হয়েছে আফগানিস্তান ও ইরান, - মোল-াদের অব্যবস্থাপনা ও একঘরে অবস্থানের কারণে। বিরোধী দলের নেতানেত্রীরা এরকম একটা জাতীয় ইস্যুতে কোনরকমের শর্ত ছাড়া দেশবাসীর দিকে কতটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সেটার পরীক্ষা হয়ে যাবে এবার। বিরোধী দলের কেবল ক্ষমতার লড়াই ও সমালোচনার কালচারকে আমরা যদি কাজের দাবী তুলে সংস্কার না করি তা'হলে আমাদের জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহতই থেকে যাবে।" মামুন তার আবেগের ঘোড়ার লাগাম টানল।

নীরা চুপ করে রইল। মামুন আবার বলতে শুরু করল - "তালিকাভুক্তির আদেশ প্রত্যাহার না হলে সরকারের দায়দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে। ভাষাগত সমস্যার কারণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনেকেই জানবেন না যে তারা আদৌ এই রেজিস্ট্র্যাশনের আওতায় পড়েন কি না কিংবা পড়লেও এ সংক্রান্ত তাদের কি কি অধিকার আছে এবং তারা ব্যক্তিগতভাবে কি কি ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন। এজন্য দরকার হবে দূতাবাস ও কনস্যুলেটে একটি তথ্য ডেস্ক খোলা এবং প্রয়োজন হলে এটর্নি নিয়োগ করে রেজিস্ট্র্যাশন সংক্রান্ত আইনী উপদেশ দেয়া গোপনীয়তা রক্ষা করে। তোমার ভাইকে বলো যে রেজিস্ট্র্যাশনের সময় একা যাওয়ার চেয়ে নাগরিক বা ইমিগ্র্যান্ট কাউকে সাথে নিয়ে যাওয়া ভালো, কেননা হয়রানি বা আটক হলে অন্যজন সবাইকে জানাতে পারবে। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে মূল্যবান তথ্য, নানান প্রশ্নের জবাব, রেজিস্ট্র্যাশনের ইন্টারভিউর প্রশ্নমালা, ইত্যাদি দেয়া আছে, যেমন: http://www.aila.org বা http://www.mcrcnet.org এবং http://www.cair-net.org/ । এরকম আরো অনেক তথ্য বা সুযোগসুবিধার কথা বাংলাদেশীদের জানানোর দায়িত্ব নিয়ে দূতাবাসে ও কনস্যুলেটে খুলতে হবে ওয়ান স্টপ তথ্যকেন্দ্র। দোকানে দোকানে পোস্টার পাঠাতে হবে সঠিক তথ্য দিয়ে। প্রবাসী বাংলাদেশীরা নাম কেনার জন্য সবাই যেন নিজ নিজ সংগঠনের নামে ভুল কিংবা অসম্পূর্ণ তথ্যের পোস্টার ছাপিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ান। সঠিক তথ্য পাবার জন্য মার্কিন সরকারের দুটো ওয়েবসাইটের খবর সবাইকে জানাতে হবে (http://www.ins.usdoj.gov/graphics/lawenfor/specialreg/ এবং http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/02060509.htm) । প্রয়োজনে দূতাবাস বাংলা তথ্যপুস্তিকা ফ্রি বিলি করতে পারে। তাছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাসপোর্ট নবায়ন বা পুনঃইস্যু করতে যেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা দুর্নীতির উদ্দেশ্যে গড়িমসি করা না হয়। এই সময়ে আমরা যেন না দেখি পাসপোর্ট বইএর ঘাটতি। কেননা সময় অত্যন্ত কম, ফেব্রুয়ারী ২৪ থেকে মার্চ ২৮, এই ৩৩ দিনের ভিতর সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

তালিকাভুক্তির দ্বিতীয় আঘাতটি আসবে যুক্তরাষ্ট্রে যারা ব্যবসা করতে আসবেন তাদের উপর। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশের নাগরিক হিসেবে ভিসা পেতে বিলম্বের কারণে তারা অনেক ব্যবসার সুযোগ হারাবেন। যারা ভিসা পাবেন, তারা ত্রিশ দিনের বেশী থাকলে এই অপমানজনক আইনের আওতায় আসবেন। ফলে অনেকসময় তারা ক্লায়েন্টের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবেন না ও ব্যবসার সুযোগ হারাতে বাধ্য হবেন। তাদের এই অপারগতার কারণ যখন ব্যবসায়ী আমেরিকানরা জানতে পারবে, তখন তারা বাংলাদেশীদের ভিন্ন চোখে দেখতে শুরু করবে। শুধু তাই নয়, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবসায়ীরা একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ থেকে এইচ-১ ভিসা স্পনসর করতে আগ্রহী হবে না। বাংলাদেশের ছাত্রদের ও গবেষকদেরও উচ্চশিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্র আসা দিন দিন দুরুহ হয়ে উঠবে। গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য রফতানী বাণিজ্যে এই তালিকাভুক্তির কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখেছি পত্রপত্রিকায়। এর কোন আশংকাই অমূলক নয় - তা যতই আশ্বাস দিন না কেন মার্কিন রাস্ট্রদূত। তাছাড়া এই তালিকাভুক্তির খেসারত ইউরোপ ও অন্যান্য রফতানী বাজারেও দিতে হবে, কেননা কোন উন্নত দেশই মৌলবাদ বা সন্ত্রাসকে পছন্দ করে না। ফলে আমাদের নিজেদেরই আমাদের ভাবমূর্তি খাড়া করতে হবে - না, দেশী বিদেশী সাংবাদিক ঠেংগিয়ে নয়, কিংবা 'আমরা মৌলবাদী নই' তারস্বরে এই চীৎকার করে নয়। আমাদের বুঝতে শিখতে হবে যে পৃথিবীর কোন দেশই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নয়; এরকম ভাবনা শিশু ফ্যান্টাসির সমতুল্য। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিযোগীর পণ্যমান, সেবামান বা নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে ক্লায়েন্টের কাছে সুযোগ সুবিধামত অনেকেই সন্দেহের বীজ বপণ করে, যাতে তাদের সেবা বা পণ্যটি অগ্রাধিকার পায়। প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে তাই বিদেশী ষড়যন্ত্রের ভূতের বিরুদ্ধে ৫৪ ধারার ঝাড়ফুঁকে আপদমুক্তির অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়ে কাজের মাধ্যমে ও তথ্যপ্রমাণের মাধ্যমে এই সন্দেহের বীজ (বা মৌলবাদের জিনে ধরার অভিযোগ) উপড়ে ফেলতে হবে।" মামুন থামল চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে।

নীরা মামুনের মুখের কথা অনেকটা কেড়ে নিয়ে আবেগঘন স্বরে বলল - "মৌলবাদ বা সন্ত্রাসের মদদদাতা দেশসমূহের এখন খুব কাটতি সংবাদ মাধ্যমে, তাই সাংবাদিকরা এখন গোয়েন্দাদের মত গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছেন বিশ্বময় একটু হেডলাইনের আকাংখায়। এই কঠিন সময়ে বাংলাদেশের মত মুসলিমপ্রধান দেশের জন্য তাই মার্কিন রাস্ট্রদূতের দেয়া মধ্যপন্থী দেশের সার্টিফিকেট যথেষ্ট হবে না; আমাদের দরকার হবে মৌলবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন অ্যাকশনের প্রমাণ উপস্থিত করা। তাই মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী কি পারবেন সাম্প্রতিক বোমাবাজীসহ গত পাঁচবছর ধরে (আওয়ামী শাসনআমলসহ) যে ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমাবাজী চলছে তার অতিদ্রুত সুরাহা করে প্রমাণ করতে যে বাংলাদেশ মৌলবাদের আশ্রয়দাতা দেশ নয় বা এর সাথে ইসলামী মৌলবাদের কোন যোগসূত্র নেই। সংখ্যালঘুদের উপর যারা সুযোগসুবিধামত নির্যাতন করে তাদেরকে কি পারবে সরকার কঠোর হাতে দমন করতে। প্রধানমন্ত্রী কি পারবেন বিদেশী সাংবাদিকদের রিপোর্টকে ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দেবার মানসিকতার উর্দ্ধে উঠে ওদের খবরের সূত্র ধরে তদন্ত করে প্রমাণ করতে যে বাংলাদেশে আল-কায়েদা নেই বা আমরা তাদের সমমনাদের সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেই না। এটা স্বীকার্য যে এরকম দুরুহ কাজ দু' দশদিনের ব্যাপার নয়, কিন্তু তদন্তের ঢিমে তাল দেখে কেউ যদি সন্দেহ করে, বা অপবাদ দেয় যে

বাংলাদেশ মৌলবাদের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি, তা'হলে এ্যাবসলিউট নিরাপত্তার সোনার হরিণের সন্ধানে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া আমেরিকার পক্ষে সেটা বিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক।

আমাদের বুদ্ধিজীবিরা কি পারবেন দেশের হয়ে কথা বলতে ও কাজ করতে, দলের হয়ে নয়। তাদের মধ্যে যারা সর্বত্র রাজাকারদের ভূত দেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ঝাড়ফুঁকে বা বিদেশী প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে সারা দেশবাসীকে তালেবান বানিয়ে আপদমুক্তি খুঁজছেন, তারাও ত' বিদেশী ষড়যন্ত্রের ভূত দর্শনকারীদের মতন এক ধরণের শিশু ফ্যান্টাসির করায়ত্ত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কখনও বিপন্ন হবে না, হয়ও নি কোনদিন; ১৯৭১এ হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের সময়েও না, তখন বিপন্ন ছিল মানুষ পাকসেনাদের হাতে। এখনও বিপন্ন মানুষ, প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতিবিদদের হাতে, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনের হাতে। মুক্তির চেতনা মানুষের সর্বজনীন চেতনা, সহজাত চেতনা। যুদ্ধ ঐ চেতনার বহিঃপ্রকাশ মাত্র; যুদ্ধ থেকে চেতনা তৈরী হয় নি, চেতনার কারণেই যুদ্ধ হয়েছে। ১৯৭১ এ আমরা মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছি, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, গণতান্ত্রিক মুক্তির জন্য। পাইনি সেই মুক্তি। আর সে জন্যেই আমাদের আজও ন্যুব্জ হয়ে থাকতে হয় বিদেশীদের কাছে, ভাবতে হয় তাদের বাজার হারালে আমাদের অর্থনীতি না ধ্বসে পড়ে। আমাদের চেতনা চিরঞ্জীব, কিন্তু মুক্তি সুদূরপরাহত; তাই আমরা মুক্তি চাই - বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা থেকে, প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন থেকে। আমাদেরকে সে পথ কেউ দেখাবেন কি, তাদেরকে বা তাদের প্রিয় দলকে ক্ষমতায় বসানোর ঘুষ না চেয়ে।" নীরা থামল।

মামুন আলোচনাটিকে একটা সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে বলল- "এই তালিকাভুক্তির কারণে বাংলাদেশ কেবল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, দেশের ভিতরও বিদেশী বিনিয়োগ কমে আসবে। সম্পূর্ণ পশ্চিমা বিশ্বে আমরা অদৃশ্যভাবে তালিকাভুক্ত হয়ে যেতে পারি। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের শিল্পবিকাশ ও উন্নয়ন। তাই বিদ্বেষের রাজনীতি থেকে সরে এসে আমাদের একত্র হতে হবে সুস্থ প্রতিযোগিতার রাজনীতিতে ও ধর্মীয় সহাবস্থানের সমাজব্যবস্থায়। আমাদের দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে হবে মোল্লাতন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, না হলে আমরা দেশ হিসেবে আরো একা হয়ে যাব। বিদেশী ষড়যন্ত্রের ভূত আর রাজাকারদের ভূত উভয়ই দেখা বন্ধ করে আমাদেরকে চোখ খুলে সামনে এগুতে হবে গণতন্ত্রের রাস্তায়, না হয় আমরা কেবল পিছুতেই থাকব। সেজন্য সরকার, বিরোধী দল, প্রবাসী বাংলাদেশী, ও সর্বোপরি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি, ছাত্রসমাজ, ও জনসাধারণ সবারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা যদি কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারি যে বাংলাদেশ সন্ত্রাসের মদদদাতা দেশ নয় বা ঝুঁকিপূর্ণ দেশ নয়, তা'হলে বাংলাদেশী নাগরিকদের ব্যাপারে আমেরিকান ইমিগ্র্যাশন কর্তৃপক্ষ কড়াকড়ি কমিয়ে দিবে, কেননা তালিকাভুক্ত সকল দেশের প্রতি সমমানের নজরদারী বা কড়াকড়ি করার মত জনবল ও অর্থবল কোনটাই ইমিগ্র্যাশন কর্তৃপক্ষের নেই। চাই কি ঝুঁকি কমিয়ে আনার সুবাদে তালিকা থেকে নাম প্রত্যাহারও হতে পারে ভবিষ্যতে। মনে রেখো এ দফা হয়রানি, আটক, বা বিতাড়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না এই তালিকাভুক্তির কুফল; ভবিষ্যতে বাংলাদেশী যারা ইমিগ্র্যান্ট বা নাগরিক হতে চাইবেন, তাদের ক্ষেত্রেও কতটা কড়াকড়ি করা হবে সেটা নির্ভর করবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির উপর। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ ও কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বিচারের মানদন্ড কিন্তু এক নয় - প্রথম ক্ষেত্রে হুংকার, হুমকি, মিছিল, মিথ্যা খবর, দায়িত্বশীল মহল থেকে মিথ্যা বিবৃতি , বা দলবদ্ধভাবে থুতু ফেলার কথাই যথেষ্ট, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাজের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করতে হবে। সর্বোপরি, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ভাবমূর্তি জিনিসটা ভাব ও তর্জনগর্জন দিয়ে গড়া যায় না, কাজ দিয়ে গড়তে হয়।"

মামুন বাইরে তাকিয়ে দেখল, বৃষ্টিটা থেমে এসেছে। নীরাকে সে আশ্বস্ত করল এই বলে যে - "তোমার ভাইকে বলো, আইনী উপদেশ ছাড়া না এগুতে।" ❑

ক্রমশঃ

সাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্ণিয়া।